দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

জাবিতে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার আলো বিলিয়ে যাচ্ছে 'তরী'

■ আবদুল্লাহ আল মামুন নিলয়, জাবি সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ক্যাম্পাসে ফেরি করে চা বিক্রি করে নাজমুল। বয়স ১০-১২ বছর। ছোট বেলায় বাবা মারা যায়। মা ফের বিয়ে করে। এখন নানিই তার একমাত্র অবলম্বন। খাবারের অর্থ জোগাতে নাজমুলকে হিমশিম খেতে হয়, সেখানে পড়াশুনা তো শুধুই অলীক স্বপ্ন।

নাজমুলের মত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন শত শত সুবিধাবঞ্চিত শিশু শ্রমের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করে, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থেকেও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের আলোকিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী ২০০৮ সাল থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অপ্রত্যাশিত বাধা ও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে ডিঙিয়ে তারা গড়ে তোলেন 'তরী' নামে একটি সংগঠন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি ওই শিক্ষার্থীরা অবসর সময় ব্যয় করছেন সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে। বিকেল হলেই তারা বেরিয়ে পড়েন জাবির আশপাশের গ্রামগুলোতে। দরিদ্র সন্তান ও তাদের পিতামাতাকে বোঝান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। তারপর তাদের নিয়ে আসেন তরীর ক্লাসে। এখানে ১৮ বছরের নিচে বিভিন্ন বয়সী প্রায় ১২০ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রতি শনি, সোম ও মঙ্গলবার বিকেলে এদের বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন তরীর স্বেচ্ছাসেবী ২০-৩০ জন শিক্ষক।

ছাত্রদের অনেকের গায়ে নেই কোনো পোশাক, আবার থাকলেও তা ছেঁড়া বা ময়লা। জীর্ণশীর্ণ শরীর, পেট পিঠের সঙ্গে লেগে আছে। হয়তো পেটে তাদের খাবারও নেই। বেশিরভাগই রিকশাওয়ালা, শ্রমিক কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অনাদরে-অবহেলায় বেড়ে ওঠা সন্তান। অনেকের বাবা মাও বেঁচে নেই। অধিকাংশই আবার পথশিশু। কেউ হয়তো বাদাম বিক্রি করে, কেউ চা-সিগারেট, কেউবা কাগজ-পানির বোতল কুড়ায়। তারাও এখন স্বপ্ন দেখে দেশের সম্পদ হবে, সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে এগিয়ে আসবে। তাই ক্ষুধার যন্ত্রণাও তারা মাঝে মাঝে ভুলে যায়। শুধুমাত্র শিক্ষার সামান্য সুযোগ পাওয়ার আনন্দে।

তরীর কর্মীরা শুধু শিশুদের শিক্ষাই দিচ্ছেন না। তার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের আয়োজনও করেন। যেমন— কবিতা আবৃত্তি, নাচ-গান ইত্যাদি। মাঝে-মধ্যে বিকেলে শিশুদের জন্য নাশতারও ব্যবস্থা করেন। বাড়ি থেকে পাঠানো টাকা বাঁচিয়ে শিক্ষার্থীরা এসবের আয়োজন করে থাকেন। কখনো খোলা আকাশের নিচে পত্রিকা বিছিয়ে অথবা সবুজ ঘাসের উপর বসেই তারা তাদের ক্লাস নেন। সংগঠনটির সভাপতি শফিকুল ইসলাম সাকিব জানান, আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী তাদের পাঠদানের চেষ্টা করি।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর